২.৪ অনুবিভাগ-৪: জাতিসংঘ

পটভূমি

বাংলাদেশে কর্মরত জাতিসংঘের বিভিন্ন আবাসিক ও অনাবাসিক সংস্থাসমূহ এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (MDGs)পর আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে Sustainable Development Goals(SDGs) অর্জনে সহায়তা প্রদান/সহায়ক ভূমিকা পালন-এ সংস্থাসমূহের প্রধান লক্ষ্য । এ লক্ষ্যে এ সংস্থাসমূহ বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশলপত্রের সাথে জাতিসংঘের সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহকে সাযুজ্যপূর্ণ করে সমতাভিত্তিক উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। এ ছাড়া, এ অনুবিভাগ জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সাথে আলোচনা/ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠান এবং কার্যকরী যোগাযোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনুদান সংগ্রহের নিমিত্ত কারিগরী প্রকল্প দলিল/সমঝোতা দলিল স্বাক্ষর করে থাকে। উপরন্তু, বাংলাদেশ এবং জাতিসংঘের নীতিগত বিষয়াদি, সমন্বয় সংক্রান্ত কাজ, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সহায়তাপুষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন এবং অগ্রগতি পর্যালোচনা, সামগ্রিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ- ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য কাজ জাতিসংঘ বিভাগের আওতাধীন । জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সহায়তাপুষ্ট ৮৩টি প্রকল্প বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া, চলমান আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়াদি যেমন: South South Cooperation (SSC) এবং Green Climate Fund (GCF) এর সার্বিক বিষয়াদিও এ অনুবিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সিনিয়র সচিব GCF-এর জন্য বাংলাদেশে National Designated Authority (NDA) হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং এতদসংক্রান্ত সার্বিক দায়িত্ব পালন করছে জাতিসংঘ অনুবিভাগ।

২.৪.১ ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে স্বাক্ষরিত প্রকল্প

২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে জাতিসংঘের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে FAO-এর ০৫টি, UNDP-এর ০৩টি, ILO-এর ২টি, UNEP-এর ২টি , UNESCO-এর ২টি, UNOPS -এর ১টি, UNCDF-এর ১টি, IOM-এর ১টি, এবং The Global Fund-এর ৪টি প্রকল্পসহ মোট ২১ টি প্রকল্পে ১৪০.০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান সহায়তার জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সংগে উন্নয়ন সহযোগীগণের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত অনুদান সহায়তা নিম্নবর্ণিত আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রসমূহে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয়ে থাকে:

- পরিবেশ সংরক্ষণ;
- নারীর ক্ষমতায়ন
- নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ ও নারীর সামগ্রিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন
- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- নির্বাচন কমিশন শক্তিশালীকরণ;
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন;
- প্রধান বিচার আদালতে মামলা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন,
- স্বাস্থ্য ও পুষ্টি;
- স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ;
- সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষা;
- শিশুর বিকাশ, সুরক্ষা ও শিশু নিরাপত্তা;
- কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা;
- কৃষিপণ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য;
- শ্রমিক নিরাপত্তা ও শ্রম উন্নয়ন এবং
- অভিবাসী ও শরণার্থী সমস্যার নিরসন

২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ঋণ/অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরের বিবরণী:

FAO সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষর: গত ০১ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে ৪০৮,৪৯৬ মার্কিন ডলার (প্রায় ০৩ কোটি ১৯ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা) অনুদান সহায়তা সম্বলিত খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০১ আগষ্ট, ২০১৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের প্রভিশন রেখে "Continue Strengthening the Food Security Cluster in Bangladesh through Capacity Building and Institutionalizing Best Practices in Humanitarian Responses with a view to Fostering Future Sustainability" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প চুক্তি (প্রকল্প দলিল) FAO এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- ২০১২ সনে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত খাদ্য নিরাপত্তা ক্লাস্টার (FSC) সমূহকে দুর্যোগ ও জরুরী অবস্থা মোকাবেলায় বিভিন্ন সহায়তা প্রদান, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় কৌশলগত কারিগরী সহায়তার মাধ্যমে বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা ক্লাস্টারের চলমান কার্যাবলী জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জরুরী অবস্থা মোকাবেলায় খাদ্য সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকরণ।

UNDP সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষর: গত ২৮ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে ১০.৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৮৪.৭৮ কোটি টাকা),অনুদান সহায়তা সম্বলিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এর সহযোগিতায় ইউএনডিপি কর্তৃক জানুয়ারি ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের প্রভিশন রেখে "Human Rights Programme" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প চুক্তি (প্রকল্প দলিল) UNDP এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- বাংলাদেশের মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

গত ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে ৩০.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান সহায়তা সম্বলিত স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক জানুয়ারি ২০১৬- ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের প্রভিশন রেখে "Activating Village Courts in Bangladesh Phase II" শীর্ষক প্রকল্পেরপ্রকল্প চুক্তি (প্রকল্প দলিল) UNDP এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- অন্যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিকার লাভের জন্য দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন এবং তাদের ন্যায়সঙ্গত প্রতিকার প্রাপ্তিতে সহায়ক ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে গ্রাম আদালতকে শক্তিশালীকরণ, দ্রুত, স্বচ্ছ এবং স্বল্প ব্যয়ে স্থানীয় পর্যায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং এ লক্ষ্যে নাগরিকদের ক্ষমতায়ন এবং কার্যকর গ্রাম আদালতের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে বিচারিক সেবা প্রদান এবং এ লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালীকরণ।

গত ৩১ মার্চ, ২০১৬ তারিখে ১৪.৭৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান সহায়তা সম্বলিত প্রধানমন্ত্রী'র কার্যালয় কর্তৃক এপ্রিল ২০১২-ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের প্রভিশন রেখে "Access to Information (II)-e-Service delivery for transparency and responsiveness (Support to Digital Bangladesh)" শীর্ষক UNDP সহায়তাপুষ্ট অন্য আর একটি প্রকল্পের প্রকল্প চুক্তি (প্রকল্প দলিল) UNDP এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- সরকারী সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়াসহ সর্বস্তরে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করা।

২.৪.২ আগামী ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ঋণ/অনুদান চুক্তি স্বাক্ষর এবং ডিসবার্সমেন্ট

২০১৫-১৬ অর্থ বছর এখনো শেষ হয়নি বিধায় উক্ত বছরে মোট অনুদানের পরিমাণ এখনই উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে আগস্ট, ২০১৬ পর্যন্ত জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার মোট ২টি প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যার অনুকূলে মোট ১১.৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদানি সহায়তা পাওয়া যাবে।

২.৪.৩ ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ এবং জাতিসংঘের সংস্থাসমূহের মধ্যে ২০১২-১৬ মেয়াদের জন্য চলমান UN Development Assistance Framework (UNDAF) চুক্তির আওতায় জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সহায়তাপুষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রনালয়/বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প/কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। আগামী ডিসেম্বর,২০১৬ তারিখে এ চুক্তির মেয়াদ সমাপ্ত হবে । এ প্রেক্ষিতে, পরবর্তী ২০১৭-২০২০ মেয়াদের জন্য UN Development Assistance Framework (UNDAF) চুক্তির খসড়া ইতিমধ্যে চূড়ান্ত করা হয়েছে যা শীঘ্রই বাংলাদেশ সরকার এবং জাতিসংঘের সংস্থাসমূহের মধ্যে স্বাক্ষরিত হবে মর্মে আশা করা হচ্ছে। আগামী জানুয়ারী,২০১৭ তারিখে এ নুতন চুক্তির বাস্তবায়ন কাজ শুরু হবে।

গত মে, ২০১৫-তে ঢাকা, বাংলাদেশে South South Cooperation (SSC)- এর উপর অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় Finance and Development Ministers of the South-শীর্ষক ফোরাম গঠনের উদ্যোগ হিসেবে ১২৭টি দেশে পত্র দেয়া হলে অনেক দেশেই ও উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে। এ ফোরামের আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অনুরোধে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জাতিসংঘের রেজুলেশন গ্রহণের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের জন্য Green Climate Fund (GCF) একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে কাজ করছে। GCF কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের মধ্যে এ পর্যন্ত সর্ববৃহৎ Climate Resilient Infrastructure Mainstreaming (CRI)-শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান সহায়তার প্রতিশ্রুতি পেয়েছে। উক্ত প্রকল্পটি জার্মান সহায়তা সংস্থা KFW এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক ২০১৬-২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে।

২.৪.৪ চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা UNICEF, UNDP, UNFPA, FAO, UN-WOMEN, UNIDO, GFATM, GAVI, UNCDF, UNESCO এবং ILO সহায়তাপুষ্ট কর্মসূচী/প্রকল্পে সর্বমোট ১৭০.২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ অবমুক্ত করেছে। উল্লেখ্য, জাতিসংঘের সংস্থাসমুহ কর্তৃক ২০১২-১৬ মেয়াদের জন্য প্রদেয় অনুদান সহায়তার প্রতিশ্রুতি বাংলাদেশ এবং জাতিসংঘের সংস্থাসমূহের মধ্যে স্বাক্ষরিত UNDAF(২০১২-১৬) চুক্তির আওতায় সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ প্রতিশ্রুতির পরিমাণ ১.৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলমান প্রকল্পসমূহের একটি হালনাগাদ তালিকা পরিশিষ্ট-ক তে সংযোজন করা হয়েছে।

২.৪.৫ ২০৫-২০১৬ অর্থ-বছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ সরকারের সাথে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থাওয়ারী উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নে দেয়া হল:

বাংলাদেশ সরকার ও **UNDP** এর মধ্যে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম:

বাংলাদেশে কর্মরত জাতিসংঘের আওতাধীন সকল আবাসিক ও অনাবাসিক সংস্থার সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের স্বাক্ষরিত UN Development Assistance Framework (UNDAF) ২০১২-১৬ চুক্তির বাস্তবায়ন শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এর আওতায় জাতিসংঘের সকল সংস্থা একটি একক গুচ্ছ কাঠামোর মাধ্যমে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করছে। UNDAF ২০১২-১৬ এর আওতায় জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ২০১২-১৬ মেয়াদের জন্য মোট ১.৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। UNDAF ২০১২-১৬ এর জন্য মোট ৭টি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র বা UNDAF Pillar চিহ্নিত করা হয়েছে,যার অনুকূলে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে এ অনুদান সহায়তা ব্যয় করা হচ্ছে। প্রতিটি UNDAF Pillar এর জন্য একটি করে জাতিসংঘ সংস্থাকে লিড সংস্থা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। চিহ্নিত UNDAF Pillar সমূহ এবং বন্ধনীর ভিতর জাতিসংঘের লিড সংস্থার নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল:

- Democratic Governance and Human Rights (UNDP)
- Pro-Poor Growth with Equity (UNDP)

- Social Security for Human Development (UNICEF)
- Food Security and Nutrition (WFP)
- Climate Change, Environment, Disaster Risk Reduction and Response (UNDP)
- Pro-Poor Urban Development (UNDP) and
- Gender Equality and Women's Advancement (UNFPA)

উল্লেখ্য, UN Development Assistance Framework (UNDAF) 2017-2020 চুক্তি চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

২.৪.৬ বাংলাদেশ সরকার ও UNFPA এর মধ্যে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

বাংলাদেশে United Nations Population Fund (UNFPA)-১৯৭৪ সাল হতে কাজ করে যাচ্ছে। UNFPA 'র মিশন হলো-

- প্রতিটি গর্ভধারণ কাংখিত (Every pregnancy is wanted)
- প্রতিটি জন্ম নিরাপদ (Every birth is safe)
- প্রতিটি যুব HIV ও AIDS মুক্ত (Every young person is free of HIS & AIDS)
- প্রতিটি নারী সম্মানিত (Every girl and women is treated with dignity and respect).

মূলত: UNFPA-এমন এক বাংলাদেশের জন্য কাজ করছে যেখানে কোন মা সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যাবে না। প্রত্যেক নারী তার প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার উপভোগ করবে এবং যেখানে নারীর প্রতি সহিংসতা আর থাকবেনা। এই স্লোগানকে সামনে রেখে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০০৯ সালের ৬৪তম সাধারণ সভার "Global Strategy for Women's and Children's Health"-এর বিষয়ে দেয়া প্রতিশ্রুতিকে প্রাধান্য দিয়ে UNFPA ৮ম দেশীয় কর্মসূচি (২০১২-২০১৬) (8^{th} Country Programme 2012-2016) প্রনয়ন করে। জাতিসংঘের ৬৪তম সাধারণ সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ২০১৫ সালের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কর্মকান্ড অর্জনের কার্যকরি পদক্ষেপ নেয়া হবে-

a) Doubling the percentage of skilled Birth Attendance
b) Reducing the rate of adolescent pregnancy
c) Halving the unmet need for family planning.

UNFPA তাদের ৮ম দেশীয় কর্মসূচির (২০১২-২০১৬) আওতায় বাংলাদেশকে ৭০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান সহায়তা করবে যার আওতায় নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে:

- Reproductive Health Rights
- Population and Development
- Gender Equality

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকার এবং জাতিসংঘ সংস্থাসমূহের মধ্যে স্বাক্ষরিত United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) ২০১২-২০১৬ দলিলের মধ্যে UNFPA অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। UNDAF দলিলে চিহ্নিত নারী ও পুরুষের সমতা এবং নারীর উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য UNFPA-এর নিজস্ব ৮ম দেশীয় কর্মসূচিও (২০১২-২০১৬) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, ৮ম দেশীয় কর্মসূচি (8^{th} Country Programme 2012-2016)-এর গৃহীত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যেহেতু কর্মসূচি প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে, এখন ৮ম দেশীয় কর্মসূচি (8^{th} CP Evaluation) মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষন কার্যক্রম চলছে ফলে এ বছর নতুন কোন প্রকল্প গৃহীত হয়নি। উল্লেখ্য ৯ম দেশীয় কর্মসূচী (২০১৭-২০২০) (9^{th} Country Programme) ইতোমধ্যে চুড়ান্ত অনুমোদন হয়ে গিয়েছে। জানুয়ারী ২০১৭ হতে ১৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু হবে।

এক নজরে UNFPA'র কারিগরী সহায়তা :

Programme Cycle	Programme	Flow of UNFPA Resources
First Country Programme	1974-79	US$ 10.00 million
Second Country Programme	1980-85	US$ 25.00 million
Third Country Programme	1985-90	US$ 20.00 million
Fourth Country Programme	1991-97	US$ 38.00 million
Fifth Country Programme	1998-02	US$ 35.00 million
Sixth Country Programme	2003-05	US$ 18.00 million
7th Country Programme	2006-11	US$ 40.50 million
8th Country Programme	2012-2016	US$ 70.00 million (Committed)
9th Country Programme	2017-2020	US$ 52 million

বাংলাদেশে UNCDF -এর কার্যক্রমঃ United Nations Capital Development Fund (UNCDF) বাংলাদেশে ১৯৭৬ সাল হতে কাজ করে আসছে, গ্রামীন আর্থ-সামাজিক অবস্থও উন্নতির লক্ষ্যে UNCDF প্রথমদিকে সরাসরি কাজ করেছে যেমন: গ্রামীন বিদ্যুতায়ন, গ্রামীন স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন, মাছের পুকুর, খাদ্যগুদাম স্থাপন, সুপেয় পানির সরবরাহ বৃদ্ধি, সেচ ব্যবস্থা উন্নতিকরণ, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে ছোট ছোট কুটির শিল্পকে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি। নব্বই দশকের শেষের দিকে UNDP'র সাথে UNCDF "সিরাজগঞ্জ স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্প (Sirajgonj Local Development Project) -এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিকেন্দ্রীকরণের উদাহরণ তৈরী করে। এই প্রকল্পের সফলতার উপর ভিত্তি করে সরকার ২০০৭ সালে জাতীয় বিকেন্দ্রিকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করে। যা Local Government Support Programme (LGSP) নামে পরিচিত। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পাইলট প্রকল্পে UNCDF কারিগরী সহায়তা প্রদান করে। বর্তমানে UNCDF Seven Five Year Plan (SFYP)-এর অন্যতম লক্ষ্য Inclusive Financing, Digitization of Financial Service (DFS) বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহন করেছে।

UNCDF-এর কারিগরী সহায়তায় চলমান উল্লেখ্যযোগ্য প্রকল্পগুলো হলো- U2GP (২০১২-২০১৬) উপজেলা পরিষদ এর আওতায় উপকার ভোগীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিও লক্ষ্যে প্রায় ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রকল্প ১৪টি উপজেলায় চলমান রয়েছে। UPGP (২০১২-২০১৬) ইউনিয়ন পরিষদ ও তার উপকারভোগীদেও স্থানীয় উন্নয়নে অংশীদারিত্ব জোরদার করনের লক্ষ্যে প্রায় ১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রকল্প ৭টি জেলার ৫৬৪টি ইউনিয়ন পরিষদে চলমান রয়েছে। Local (২০১৩-২০১৬) Local Level Climate Adaptive Living (Local) শীর্ষক পাইলট প্রকল্পটি একটি জেলার ২টি উপজেলায় চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে জলবায়ূ পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন কর্মসূচি গ্রহণের বাজেট তৈরীতে উপজেলা পরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে আরো একটি প্রকল্প Municipal Investment Finance (MIF) in Bangladesh গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি Bangladesh Municipal Development Fund (BMDF) কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বাংলাদেশে IMO -এর কার্যক্রমঃ বাংলাদেশে জাহাজ ভাঙ্গা ও পূনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ (Ship recycling) একটি অন্যতম শিল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে। বিশ্ব ব্যাংকের এক জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশ জাহাজ পূনঃ প্রক্রিয়াজাতকরনে সংশ্লিষ্ট শীর্ষ ৫টি দেশের একটি । এই শিল্পটিকে পরিবেশ বান্ধব ও নিরাপদ করে তুলতে International Meritime Organization (IMO) বাংলাদেশে এই প্রথম কাজ করতে শুরু করে ২০১৪ সাল হতে। 'Safe and Environmentally Sound Ship Recycling in Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে IMO'র বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করে। আশা করা যায় এই কারিগরী সহায়তা চলমান থাকবে।

২.৪. ৭ বাংলাদেশ সরকার, **IOM, UNESCO** এবং ILO এর মধ্যে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM): আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম), বিশ্বের সর্ববৃহৎ ও জাতিসংঘের একমাত্র অভিবাসন সংস্থা হিসেবে নিরাপদ ও নিয়মিত অভিবাসনের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে আসছে। ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে মন্ত্রীসভায়, বাংলাদেশ এ

অবস্থানরত অনিবন্ধিত মায়ানমার নাগরিকদের সমস্যা সমাধানের লক্ষে একটি দীর্ঘ মেয়াদী কৌশলপত্রের অনুমোদিত হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সভাপতিত্ব জাতীয় টাস্ক ফর্সের অধীনে আইওএম কে অনিবন্ধিত মায়ানমার জনগোষ্ঠীর জন্য মানবিক সহায়তা, বিশেষ করে স্বাস্থ্য, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও পয়নিস্কাশন ব্যবস্থার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় ও তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে আইওএম কাজ করে আসছে। আইওএম এর কর্মক্ষেত্রে শ্রম অভিবাসন, মানব পাচার প্রতিরোধ, আভিবাসীদের সাস্থ্য সেবা প্রদান, অভিবাসীদের মানবিক সহায়তা প্রদান ও বিভিন্ন পর্যায়ে অভিবাসন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রসঙ্গে প্রচার, ওকালতি ও সংযোজন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

২০-০৪-২০১৬ তারিখে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও IOM এর সাথে "Enhanced Skill Development Qualification Recognition of Migrant workers from Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO): আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা যা শ্রম, শ্রমিকের কাজের পরিবেশ, শ্রম মান ও শ্রমিকের অধিকার ইত্যাদি বিষয়ের উপর দায়িত্ব পালন করে থাকে। কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করে প্রত্যেক শ্রমিকের স্বাধীনতা, সমতা, নিরাপত্তা এবং মানুষ হিসেবে শ্রমিকের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করাই আলোচ্য সংস্থার মূল দায়িত্ব। ২২ জুন, ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার একটি সক্রিয় সদস্য দেশ এবং ৭টি মৌলিক কনভেনশনসহ মোট ৩৫টি আইএলও কনভেনশনে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে অনুস্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশে বর্তমান কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি, শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, কর্মদক্ষতা উন্নয়ন, শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি খাতে আইএলও উন্নয়নমূলক কাজ অব্যাহত রেখেছে। তৈরী পোষাকখাতে কাজের পরিবেশ সৃষ্টি, আগুন ও সাধারণ নির্মাণ নিরাপত্তা এবং রপ্তানীভিত্তিক চিংড়ি খাতে শ্রমিক আইন ও সুষ্ঠু শ্রম অভ্যাস উন্নীতকরণে আইএলও বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। আইএলও ত্রিপক্ষীয় পদ্ধতিতে বাংলাদেশ সরকার শ্রমিক নিয়োগকর্তাদের সংস্থা, শ্রমিকের শিক্ষা বিস্তারে জাতীয় সমন্বয় কমিটি, বাংলাদেশ শিল্প কাউন্সিল এবং সুশীল সমাজ, গবেষণা সংস্থা, বেসরকারী সংস্থা ও গণমাধ্যমের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ১৬ নভেম্বর, ১৯৬৫ সালে জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা (Specialized Agency) হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলাদেশ ২৭ অক্টোবর, ১৯৭২ সালে এর সদস্যপদ গ্রহণ করার পর থেকে শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি এবং যোগাযোগ ও তথ্য বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতির জন্য আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছে। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে UNESCO অফিস প্রতিষ্ঠার পর থেকে এর কার্য-পরিধি আরো ব্যাপকতর হয়েছে এবং MDG এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে UNESCO SDG-4 এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। একইসাথে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, প্রসার ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নে সংস্কৃতিকে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের দারিদ্র

বিমোচন, পরিবেশ সংরক্ষণ, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের উন্নয়ন ইত্যাদি সেক্টরে এ সংস্থাটি নানামুখী উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

১৯৯৬ সাল থেকে ইউনেস্কো বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, জাতিসঙ্ঘের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজের সংগঠন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, শিক্ষাবিদ এবং পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চমৎকার সম্পর্ক স্থাপন করে জোরালো প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণে এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রেখে আসছে।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে UNESCO এর সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ২টি প্রকল্প স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্প ২টির আওতায় সাকুল্য ০.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান সহায়তা পাওয়া যায়। তাছাড়া, বিভিন্ন দাতা সংস্থার সাথে UNESCO Joint Programme এর আওতায় শিক্ষা, সংস্কৃতি, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ, তথ্য ও প্রযুক্তি ইত্যাদি সেক্টরে সহযোগীতার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

১৬-০৩-২০১৬ তারিখে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও UNESCO এর সাথে "Strengthening National Capacities for Safeguarding Intangible Cultural Heritager for Sustainable Development in Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

২.৪.৮ বাংলাদেশ সরকার ও UNICEF-এর মধ্যে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

বাংলাদেশের নারী ও শিশুর উন্নয়নে ইউনিসেফ তার যাবতীয় কার্যক্রম ২০১২-১৬ মেয়াদের জন্য নির্ধারিত দেশীয় কর্মসূচীর (Country Programme) আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। চলমান এ দেশীয় কর্মসূচীর আওতায় ইউনিসেফ কতৃক প্রদত্ত সহায়তার সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ হলো-

- Social Service for Children and Women;
- Social Policy Planning, Monitoring and Evaluation;
- Advocacy, Communication and Partnerships for children and
- Local Capacity Building and Community Empowerment.

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফের মধ্যে ২০১২-১৬ মেয়াদের জন্য চলমান এ দেশীয় কর্মসূচী আগামী ডিসেম্বর,২০১৬-তে সমাপ্ত হবে। মোট ৩৪০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রতিশ্রুতি সম্বলিত বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফের মধ্যে ২০১৭-২০ মেয়াদের জন্য নুতন দেশীয় কর্মসূচী ইতিমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে যার বাস্তবায়ন কাজ আগামী জানুয়ারী,২০১৭ হতে শুরু হবে। নুতন দেশীয় কর্মসূচী অনুসারে ইউনিসেফ কর্তৃক প্রদত্ত সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরুপ-

- Young Childdren and their Mothers

- Boys and Girls of Primary School-age
- Adolescents of Agents of Change
- Social Inclusion and Increased Awareness on Child Rights
- Programme effectiveness

২.৪.৯ বাংলাদেশ সরকার ও GAVI -এর মধ্যে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

সুইজারল্যান্ডে অবস্থিত Global Alliance for Vaccine and Immunization(GAVI) একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে নূতন টীকা কর্মসূচি চালকরণ, এর আওতা সম্প্রসারণ এবং বাস্তবানে কাজ করে আসছে। বাংলাদেশের জন্য GAVI তহবিল প্রাপ্তির বিষয়টি সহজতর করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে গত ১২ জুন, ২০১৩ তারিখে GAVI এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে Partnership Framework Agreement (PFA) ইআরডি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। উল্লেখ্য, টীকার আওতা সম্প্রসারণ, নূতন উদ্ভাবিত টীকার ব্যবহার এবং স্বাস্থ্য খাতে লজিস্টিক সহায়তা সম্প্রসারণ ইত্যাদি কর্মকান্ড সম্পাদনের লক্ষ্যে বর্তমানের বাংলাদেশে GAVI এর মোট ৮.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান ব্যয় সম্বলিত Health System Strengthening-I (HSS-I) কর্মসূচি চলমান রয়েছে যা ডিসেম্বর, ২০১৬ তে সমাপ্ত হবে। GAVI এর HSS-II কর্মসূচির আওতায় Effective Vaccine Management (EVM) and Surveillance Component খাতে ২০১৬-২০১৮ মেয়াদের মধ্যে টীকা কর্মসূচির আওতা অধিকতর সম্প্রসারণ, নুতন টীকা কর্মসূচি চালুকরণ এবং মেয়াদী টীকা কর্মসূচির বেষ্টনি হতে ঝড়ে পড়া রোধকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নে GAVI এর নিকট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যেই নুতন অর্থায়ন প্রস্তাব গত সেপ্টেম্বর ২০১৫ তে প্রেরণ করে যা ইতিমধ্যেই সুইজারল্যান্ডস্থ GAVI Head Quarter কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এব এর আওতায় বাংলাদেশ সম্প্রতি ৩৩.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান সহায়তা পেয়েছে মর্মে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সূত্রে অবহিত হওয়া গেছে।

২.৪.১০ বাংলাদেশ সরকার ও UNIDO-এর মধ্যে গৃহী গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

UNIDO জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা। দারিদ্র দূরীকরণ, অন্তর্ভূক্তিমূলক বিশ্বায়ন এবং টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শিল্পায়ন এই সংস্থার লক্ষ্য।

UNIDO ২০০৫ সাল থেকে বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রধানত UNIDO বাংলাদেশে বাণিজ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য Technical Barriers to Trade (TBT) হতে উত্তরণ এবং WTO চুক্তি ও SPS এর অনুবর্তী হতে সহায়তা করে থাকে।

বাংলাদেশে UNIDO বর্তমানে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ করছেঃ

- Bangladesh Quality Support Programme (BQSP)
- Better Work & Standards Programme (BEST)
- Strengthening Bangladesh Accreditation Board (BAB): Institutional Cooperation between Norwegian Accreditation (NA) and BAB
- Re-Tie Bangladesh: Reduction of environmental threats and increase of exportability of Bangladeshi leather products
- Solar micro-utility enterprises for promoting rural energy and productive uses in Bangladesh
- Environmentally Sound Development of the Power Sector with the Final Disposal of PCBs

২.৪.১১ বাংলাদেশ সরকার ও FAO-এর গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর হতে কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন, ত্রান ও পূনর্বাসন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায় জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) সহায়তা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে (FAO) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে:

- Policy advice, support to investment;
- Support to enhanced food security of ultra-poor, nutrition of marginal and disaster affected households;
- Support to agribusiness & prevention of and response to food chain threats and emergencies;
- Support to climate change mitigation and adaptation and natural resources management and
- Advocacy and Support to Aid Effectiveness.

The priority areas of FAO in Bangladesh have been agreed as follows:

1. Reduce poverty and enhance food security and nutrition (access and utilization)
2. Enhance agricultural productivity through diversification/intensification, sustainable management of natural resources, use of quality inputs and mechanization
3. Improve market linkages, value addition, and quality and safety of the food system
4. Further improve technology generation and adaptation through better producer-extension-research linkage.
5. Increase resilience of communities to withstand 'shocks' such as natural disasters, health threats and other risks to livelihood.

চিত্র: বাংলাদেশ সরকার এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) মধ্যে প্রকল্প-দলিল স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

২.৪.১২ Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) -এর মধ্যে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

The Global Fund (GF) বাংলাদেশে ২০০৪ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সাথে যৌথভাবে যক্ষা, ম্যালেরিয়া ও এইডস এই ঝুকিঁপূর্ণ তিনটি মারাত্মক রোগ নির্মূলের উদ্দেশ্যে কাজ শুরু করে। The Global Fund গত এক (০১) দশক ধরে বাংলাদেশে এইচআইভ/এইডস, ম্যালেরিয়া এবং যক্ষা রোগের প্রতিকারে সাফল্যের সাথে কাজ করে আসছে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, GF –এর Bangladesh Country Coordination Mechanism (BCCM)- এ সভাপতি। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর The Global Fund-এর অনুদান সহায়তায় বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া এবং যক্ষা রোগ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে। এ যাবৎ Global Fund ২৬৯ মিনিয়ন মার্কিন ডলার আর্থিক সহায়তা বাংলাদেশকে প্রদান

করেছে। Global Fund কর্তৃপক্ষ New Funding Model এর আওতায় ২০১৫-২০১৭ মেয়াদে বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া ও যক্ষা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচীতে ৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (আনুমানিক ৭১৪ কোটি টাকা প্রায়) সহায়তা প্রদান করছে।

২.৪.১৩ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুকি মোকাবেলা

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুকিঁ মোকাবেলার জন্য অর্থায়নের লক্ষ্যে United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) এর আওতায় গঠিত Green Climate Fund (GCF) এর National Designated Authority (NDA) হিসেবে অর্থনৈতিক সর্ম্পক বিভাগের সিনিয়র সচিব কাজ করে যাচ্ছেন। ২০১৫ -১৬ অর্থ বছরে GCF এর একটি Multilateral Implementing Entity (MIE), KfW এর মাধ্যমে প্রেরিত এবং LGED কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পিত Climate Resilient Infrastructure Mainstreaming (CRIM) শীর্ষক একটি প্রকল্পে GCF এর নিকট হতে USD ৪০ মিলিয়ন অনুদান হিসেবে পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য যে, প্রতিষ্ঠার পর হতে এ পর্যন্ত GCF বিভিন্ন দেশে যে ১৭ (সতের) টি প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে তার মধ্যে CRIM প্রকল্পে অর্থায়নের পরিমাণই সর্বোচ্চ। GCF এর অন্য আরেকটি MIE, UNDP এর মাধ্যমে প্রেরিত মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পিত Enhancing Women and Girls' Adaptive Capacity to Climate Change in Bangladesh শীর্ষক আরেকটি প্রকল্পে USD ৭৪.৪৫ মিলিয়ন অর্থায়নের প্রস্তাবটি GCF বোর্ডে বিবেচনার জন্য অপেক্ষামান রয়েছে। GCF হতে অর্থায়নের এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য অভিযোজন (Adaptation) ও প্রশমন (Mitigation) কর্মসূচী সম্মিলনে একটি Project Pipeline প্রস্তুত করা অত্যন্ত জরুরী। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের priority area, National Policy, Plan এর সাথে সংগতি রেখে একটি Project Pipeline প্রস্তুতির কাজ বর্তমানে NDA সচিবালয়ে চলমান রয়েছে। এছাড়া, NDA সচিবালয় সুসংহত ও শক্তিশালীকরণ ও Country programme তৈরীর কাজও সমানতালে এগিয়ে চলেছে।